



বিসাল নং ৫৮



মান্যতা চ্যালেঞ্জ
দেখতে থাকুন

সংশোধিত

GUSSE KA ILAJ

রাগের চিকিৎসা

সাম্প্রদায়িক তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, দা'ওয়াতে ইসলামীর
প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আভার কাদেরী রযবী رَبِّهِمْ
وَأَقَمَتْ
بِرَسُولِهِمُ
الْعَالِيَةِ

- অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে
- রাগ দমন করার চিকিৎসা
- সাতটি ইমান উদ্দীপক ঘটনা
- অগ্রিম ক্ষমা প্রদর্শন করার ফযীলত
- রাগ দমন করার জন্য জন্মাতী হর
- গানিতে পূর্ণ চিঠির উপর আলা হযরত এর ঐর্ষ্যা
- রাগের অভ্যাস দূরীভূত করার চারটি ওজীহা

مكتبة المدينة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা
দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু'আটি পড়ে নিন
 اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দু'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অনুবাদ : হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের

উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)



মদীনার ভালবাসা,

জান্নাতুল বকী

ও ক্ষমার ভিখারী।

১৩ শাওয়াল মূকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা ﷺ : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

রাগের চিকিৎসা

শয়তান আপনাকে লাখে অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে শয়তানের আক্রমণকে প্রতিহত করুন।

দুরুদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, সৈয়্যিদুল আবরার, হযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেন: “গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক অবস্থা দেখলাম। আমি আমার (এমন) এক উম্মতকে দেখতে পেলাম যে পুলসিরাতের উপর ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে চলছিল। আবার কখনো হাঁটুর উপর ভর করে চলছিল। ইতিমধ্যে ঐ দুরুদ শরীফ আসল যা সে আমার প্রতি প্রেরণ করেছিল। তা (দুরুদ শরীফ) তাকে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করিয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত সে পুলসিরাত অতিক্রম করল। (আল মুজাম্বুল কবীর, ২৫ খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮১-২৮২ হাদীস নং-৩৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

শয়তানের তিনটি ফাঁদ

হযরত সায্যিদুনা ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ “তাম্বীহুল গাফেলীন” নামক কিতাবে বর্ণনা করেন, হযরত সায্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাবিহ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন, একদা বনী ইসরাইলের একজন বুয়ুর্গ কোথাও তাশরীফ নিয়ে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

যাচ্ছিলেন। পশ্চিমধ্যে একটি স্থানে হঠাৎ পাথরের একটি বিশাল খন্ড উপরের দিক হতে মাথার নিকটে এসে পৌঁছল। তৎক্ষণাৎ তিনি আল্লাহ তা'আলার যিকির আরম্ভ করে দিলেন। ফলে পাথরের খন্ডটি দূরে সরে গেল। অতঃপর ভয়ানক বাঘ ও হিংস্র জন্তু সমূহ প্রকাশ হতে লাগল। কিন্তু বুয়ুর্গ ব্যক্তিটি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ভীত না হয়ে আল্লাহ তা'আলার যিকিরে রত রইলেন। যখন ঐ বুয়ুর্গ নামায়ে মশগুল হয়ে গেলেন তখন একটি সাপ এসে পায়ের সাথে জড়িয়ে গেল। এমনকি সাপটি পায়ের দিক হতে পেচাতে পেচাতে মাথা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। যখন ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন ঐ সাপ চেহারার সাথে পেচিয়ে যেত। সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকতেই সে সাপ সিজদার জায়গায় (ঐ বুয়ুর্গকে) ভক্ষণ করার জন্য মুখ খুলে দিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঐ বুয়ুর্গ সে সাপকে সরিয়ে দিয়ে সিজদা করতে সফল হয়ে যেতেন। যখন নামায শেষ হল শয়তান প্রকাশ্যভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল এবং বলতে লাগল, এই সমস্ত কাজগুলো আমিই করেছিলাম। আপনি খুবই সাহসি। আমি আপনার আচরণে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। সুতরাং আমি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে আর কখনো ধোঁকা দেব না। দয়া করে আপনি আমার সাথে বন্ধুত্ব করে নিন। ঐ বনী ইসরাঈলী বুয়ুর্গ শয়তানের এ আক্রমণকেও প্রতিহত করলেন এবং বললেন, তুই আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলি কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আমি ভয় পায়নি। আর আমি কখনো তোর সাথে বন্ধুত্ব করবো না। শয়তান বলল, ঠিক আছে। অন্তত আপনি এটা জেনে নিন, আপনার ইস্তিকালের পর আপনার পরিবার বর্গের অবস্থা কেমন হবে? ঐ বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: তোর থেকে জানার আমার কোন প্রয়োজন নেই, শয়তান বলল, তাহলে এটা জেনে নিন, আমি লোকদের কিভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, হ্যাঁ এটা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

বলে দাও। শয়তান বলল, আমার তিন ধরনের ফাঁদ আছে। (১) কৃপণতা, (২) রাগ, (৩) নেশা। নিজের এ তিনটি ফাঁদের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলল, যখন আমি কাউকে কৃপণতার ফাঁদে ফেলি, তখন তাকে সম্পদের পেরেশানীতে ব্যস্ত করে রাখি এবং তার মাঝে এমন মন মানসিকতা তৈরী করি যে, তার কাছে যা সম্পদ আছে এটা তার প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। (এভাবে সে কৃপণতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে) এবং যা খরচ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়েছে তা করা থেকেও বিরত থাকে এবং অন্য লোকদের সম্পদের প্রতি লালসা করতে থাকে। (এভাবে সে সম্পদের লোভে ফেঁসে যায় আর নেকী থেকে দূরে সরে যায় ও গুনাহের সাগরে ডুবে যায়) যখন কাউকে রাগের ফাঁদে আটকাতে সফল হয়ে যায় তখন যেভাবে ছোট শিশুরা বলকে ছোড়াছুড়ি করে খেলায় ও আনন্দে মেতে উঠে আমিও ঐরূপ রাগী ব্যক্তিকে এভাবে শয়তানের জামায়াতে (দলে) নিক্ষেপ করি। রাগী ব্যক্তি ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যতই উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হোক না কেন অথবা দুআ করে কোন মৃতকে জীবিত করার পর্যন্ত ক্ষমতা রাখুক না কেন আমি তার থেকে নিরাশ হই না। আমি অপেক্ষায় থাকি কখনো না কখনো তার রাগ আসবে আর সে রাগকে নিজের আয়ত্বে রাখতে না পেরে মুখ দিয়ে এমন কথা উচ্চারণ করে ফেলবে যার দ্বারা তার আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। বাকী রইলো নেশা আমার এ ফাঁদে শিকার অর্থাৎ নেশাখোর একে তো ছাগলের কান ধরে টানার মত যে গুনাহে ইচ্ছা সে গুনাহে शामिल করি। এভাবে শয়তান এটা বলে দিয়েছে, যে ব্যক্তি রাগী সে শয়তানের হাতে তেমনি যেন বাচ্চার হাতে বল, এ কারণে রাগী ব্যক্তিকে ধৈর্যধারণ করা উচিত যেন শয়তানের হাতে গ্রেফতার হয়ে নিজের আমল নষ্ট না করে।

(তাস্বীছল গাফিলিন, পৃ-১১০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বুয়ুর্গ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর সাথে কথাবার্তায় শয়তান একথাও বলে দিয়েছে যে, রাগী ব্যক্তি শয়তানের হাতে তেমনি যেভাবে বাচ্চার হাতে খেলার বল। সুতরাং রাগের চিকিৎসা করা জরুরী। এমন যেন না হয় শয়তান রাগ দ্বারা সমস্ত আমল নষ্ট করে ফেলে। “কিমিয়ায়ে সা'য়াদাত” এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ গাজালী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বর্ণনা করেন, রাগের চিকিৎসার জন্য কষ্ট, পরিশ্রম করা ও ধৈর্যধারণ করা ফরয। কেননা অধিকাংশ লোক রাগের কারণে জাহান্নামে যাবে।

(কিমিয়ায়ে সায়াদাত, খন্ড-২, পৃ-৬০১)

হযরত সাযিয়্যুনা হাসান বসরী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ফরমান: ‘হে মানব রাগের বশবতী হয়ে তোমরা যেভাবে উত্তেজিত হও, তোমাদের এ উত্তেজনা তোমাদেরকে যাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে।’

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, খন্ড-৩, পৃ-২০৫)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাগের সংজ্ঞা

প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: ‘রাগ নফসের ঐ উত্তেজনার নাম যা অন্যদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উৎসাহ যোগায়।’ (মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড-৬, পৃ-৬৫৫)

রাগের দ্বারা সৃষ্ট ১৬টি অপকর্মের বর্ণনা

রাগের কারণে অনেক ধরনের গুনাহ জন্ম নিয়ে থাকে,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

যা আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়। যেমন :- (১) হিংসা, (২) গীবত, (৩) চোগলী, (৪) ঘৃণা, (৫) সম্পর্কহীন, (৬) মিথ্যা, (৭) সম্মান নষ্ট করা, (৮) অপরকে ছোট জানা, (৯) গালিগালাজ, (১০) অহংকার, (১১) বিনা কারণে মারামারি, (১২) ঠাট্টা তামাশা, (১৩) নির্দয় হওয়া, (১৪) চক্ষু লজ্জা উঠে যাওয়া, (১৫) কারো ক্ষতিতে সন্তুষ্ট থাকা, (১৬) অকৃতজ্ঞ হওয়া ইত্যাদি। আসলে যার উপর রাগ আসে যদি তার ক্ষতি হয় তাতে রাগী ব্যক্তি খুশি অনুভব করে। যদি তার উপর কোন বিপদ আসে তবে রাগী ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তার সমস্ত উপকারের কথা ভুলে যায় আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, অনেকের রাগ অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং বছরের পর বছর মনের মধ্যে জমিয়ে রাখে। ঐ রাগের বশবর্তীতে কারো মৃত্যু অথবা বিবাহের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে না। অনেক লোক প্রকাশ্যভাবে যদিও নেককার হয় তারপরও রাগকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে লালন পালন করতে থাকে, তার প্রকাশ এভাবে হয় যে, যার উপর সে রাগ করেছে তাকে যে ধারাবাহিকভাবে সহযোগীতা করে আসতেছিল তা বন্ধ করে দেয়। এখন তার প্রতি সদাচরণ করে না, সহানুভূতি দেখায় না, এমনকি সে যদি কোন ইজতিমায়ী যিকির ও নাত মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করে আল্লাহর পানাহ শুধুমাত্র নিজের অসন্তুষ্টি ও রাগের কারণে একরূপ বরকতময় অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কতিপয় আত্মীয়-স্বজন এমনও রয়েছে যে, তাদের সাথে লক্ষ বারও সদাচরণ ও সদ্যবহার করা হলেও ভাল আচরণের প্রতি কোন দৃষ্টিপাত করে না। তারপরেও আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। “জামে সগীরের” মধ্যে রয়েছে **صِلْ مَنْ قَطَعَكَ** অর্থাৎ যে ‘তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ।’ (জামে সগীর লিস সুয়ুতী, পৃ-৩০৯, হাদীস নং-৫০০৪)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

মওলানা রুমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন,

তু বরায়ে ওয়াছল করদন আমদী

নে বরায়ে ফছল করদন আমদী

অর্থাৎ- তুমি সম্পর্ক রক্ষা করতে এসেছ। সম্পর্ক বিনষ্ট করতে নয়।

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

রাগ দমন করার চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে রাগের প্রতিকার এইভাবে হতে পারে যে, সকলকে প্রথমে রাগ দমন ও ক্ষমা প্রদর্শনের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। যখন রাগ আসবে, তখন রাগ দমনের ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা দমন করার চেষ্টা করবেন।

বোখারী শরীফের মধ্যে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাকে অসিয়ত করুন। ইরশাদ করলেন, “রাগ করিওনা”। ঐ ব্যক্তি বারবার আরজ করল, আর উত্তর পেল, “রাগ করিওনা”। (ছহীহ বোখারী, খন্ড-৪র্থ, পৃষ্ঠা-১৩১, হাদীস-৬১১৬)

জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু দার্দা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন, আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। মদীনার তাজেদার, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “لا تَغْضَبُ وَلَكَ الْجَنَّةُ” অর্থাৎ “রাগ করিওনা” তবে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১৩৪, হাদীস-১২৯৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

শক্তিশালী বীর কে?

বোখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে, যে বীর অপরকে কুস্তিতে পরাজিত করে, সে শক্তিশালী নয় বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই, যে রাগের সময় নিজেকে দমন করে রাখে। (সহীহ বুখারী, খন্ড-৪, পৃ-১৩০, হাদীস-৬১১৪)

রাগ দমনের ফযীলত

‘কানযুল উম্মাল’ নামক কিতাবে রয়েছে, নবী করীম, রউফুর রাহিম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) রাগকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ (ব্যক্তির) অন্তরকে নিজের সন্তুষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন।” (কানযুল ওম্মাল, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৬৩, হাদীস-৭১৬০) যখন কোন কথা শুনে রাগ আসে তখন বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى এর রাগ দমনের পদ্ধতি এবং নিঃবর্ণিত তাদের ঘটনা সমূহ বারবার স্মরণ করা।

সাতটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা

ঘটনা-১. “কিমিয়ায়ে সা’আদাত” এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাজালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: ‘এক ব্যক্তি হযরত আমীরুল মুমীনি সাযিয়দুনা উমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মাথা নিঁচু করে নিলেন এবং বললেন, হে লোক! তুমি কি আশা করছ যে, আমার রাগ আসুক এবং শয়তান আমাকে অহংকার ও ক্ষমতার দাপটে লিপ্ত করুক। আর আমি তোমাদের উপর জুলুম করি এবং তোমরা কিয়ামতের দিন আমার থেকে তার প্রতিশোধ নিবে? আমি তা কখনো হতে দিবনা। এই বলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।’

(কিমিয়ায়ে সা’আদাত, খন্ড-২, পৃ-৫৯৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ঘটনা-২. কোন ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা সালামান ফারসী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** কে গালি দিল। তিনি উত্তরে বলেন, যদি কিয়ামত দিবসে আমার গুনাহের পাল্লা ভারী হয় তাহলে তুমি এখন আমাকে যা বলেছ আমি তার চেয়েও খারাপ। আর যদি আমার সৎকাজের পাল্লা ভারী হয়, তাহলে তোমার গালির আমি কোন পরোয়া করিনা।

(এত্তেহাফুস্ সাদাতিল্ মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃষ্ঠা-৪১৬)

ঘটনা-৩. কোন একজন ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা শাইখ রবী ইবনে খাছিম **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** কে গালি দিয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমার গালি শুনেছেন। আমার এবং জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘাঁটি বাঁধা রয়েছে। আমি উক্ত বাঁধাকে দূর করতে ব্যস্ত। যদি আমি আমার এ চেষ্টায় সফল হয়ে যায়, তাহলে আমি তোমার গালির কোন পরোয়া করিনা। আর যদি নিসফল হই, তাহলে তোমার এ গালি আমার জন্য যথেষ্ট নয়। (প্রাগুক্ত)

ঘটনা-৪. আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর সিদ্দিক **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** কে কোন এক ব্যক্তি গালি দিলে, তিনি জবাবে বলেন, “আমার তো এ রকম (তোমার গালির) মত, আরো অনেক দোষ ত্রুটি রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তোমার থেকে গোপন রেখেছেন। (ইহইয়াউল উলুমিদীন, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-২১২)

ঘটনা-৫. কোন একজন ব্যক্তি হযরত সাযিয়দুনা শাবী **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** কে গালি দিলে, তিনি বললেন, তুমি যদি সত্য বলে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করুক। আর যদি মিথ্যা বলে থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করুক।

(ইহইয়াউল উলুমিদীন, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-২১২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতিতোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ঘটনা-৬. হযরত সাযিয়দুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে বলা হল: হুজুর! অমুক ব্যক্তি আপনাকে মন্দ বলেছে। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি শয়তান কে নারাজ করব। অতঃপর তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার দোষ ত্রুটি বর্ণনা করেছে, যদি তা বাস্তবে আমার মধ্যে থাকে, তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন এবং সংশোধনের ক্ষমতা দিন। আর যদি সে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে, তাহলে আপনি সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন।

ঘটনা-৭. এক ব্যক্তি সাযিয়দুনা বকর বিন আবদুল্লাহ মুজনী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে সবার সামনে মন্দ বলে যাচ্ছে কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। কোন একজন বলল, আপনি কোন প্রতিবাদ করছেন না কেন? তিনি বললেন: আমি তো তার কোন দোষ ত্রুটি সম্পর্কে অবগত নই যে, তাকে মন্দ বলব। আর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কেনইবা গুনাহগার হব। سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ এ সকল পবিত্র আত্মার অধিকারী বুয়ুর্গরা কতই সহজ সরল পবিত্র মন-মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন। কতই সুন্দরভাবে রাগের চিকিৎসা করেছেন। তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল যে, নিজের নফসের জন্য রাগ করে অন্যের কাজ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

শুনলো নুকসান হি হোতা হে বিল আখির উনকো
নফসকে ওয়াস্তে গুস্‌সা জু কিয়া করতে হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কারো প্রতি রাগ আসলে এভাবে চিকিৎসা করুন

রাগের ধ্বংসাত্মক দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন। কেননা রাগ অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ, দু-ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন, স্বামী-স্ত্রীর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে
কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

মধ্যে তালাক, পারস্পরিক নিন্দা ও হত্যার মত জঘন্যতম কাজের মূল কারণ। যখন কারো রাগ আসে এবং মারধর ও ভাংচুর করতে ইচ্ছা করে তখন আপনি নিজেকে এভাবে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, অন্যের উপর যদিও আমার কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করার শক্তি আছে, কিন্তু তার চেয়ে বহু গুণে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। যদি আমি রাগের কারণে কারো মনে দুঃখ দিয়ে থাকি বা কারো হক নষ্ট করে থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার গযব (রাগ) থেকে কিভাবে রক্ষা পাব?

গোলাম দেরী করেছে

শাহানশাহে দোআলম, নুরে মুজাস্‌সাম, নবী করীম

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এক গোলাম কে কোন কাজে ডেকেছেন। সে (গোলাম) দেরীতে হাজির হল। এমতাবস্থায় হুজুরে আনোয়ার এর নূরানী হাতে মিসওয়াক ছিল, ইরশাদ করলেন: যদি কিয়ামতের ময়দানে প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হতো, তাহলে আমি তোমাকে এ মিসওয়াক দিয়ে মারতাম।

(মসনদে আবি ইয়ালা, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯০, হাদীস-৬৮৯২)

দেখলেন তো আপনারা! আমাদের প্রিয় আকা শাহিনশাহে খাইরুল আনাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ কখনো নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। আর আজকের মুসলমানদের অবস্থা দেখুন, যদি কর্মচারী কোন কাজে সামান্যতম কোন ভুল করে বসে তবে গালি গালাজের সাথে সাথে নির্যাতনের চরম অবস্থা তার উপর তুলে দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

প্রহারের কাফ্যারা

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাযিয়দুনা আবু মাসউদ আনছারী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন, একদা আমি স্বীয় গোলাম কে প্রহার করতে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার পিছন থেকে আওয়াজ শুনলাম “হে আবু মাসউদ! তোমার একথাটুকু খুব ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, তুমি এর উপর যতটুকু ক্ষমতা রাখ তার চেয়েও বেশী আল্লাহ তাআলা তোমার উপর ক্ষমতা রাখেন।” আমি পিছনে ফিরে দেখলাম তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সে (প্রহারকৃত গোলাম) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত। সরকারে মদীনা, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তুমি যদি তা না করতে তাহলে তোমাকে দোষখের আগুন স্পর্শ করত।”

(ছহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা-৯০৫, হাদীস-১৬৫৮৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ক্ষমার মধ্যেই নিরাপত্তা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কেলামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কিভাবে ভালবাসতেন। হযরত সাযিয়দুনা আবু মাসউদ আনছারী যখন নিজ প্রিয় আকা মাহবুবে খোদা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অসন্তুষ্টি অনুভব করতে পারলেন। তাৎক্ষণিক ভাবে শুধু মাত্র গোলামকে প্রহার করা থেকে বিরত থেকেছেন তা নয়, বরং উক্ত ভুল বুঝতে পেরে সে ভুলের কাফ্যারা

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

স্বরূপ গোলামকে আযাদ করে দিলেন। আহ! আজকাল মানুষ নিজের অধীনে কর্মচারীদেরকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি-গালাজ, প্রহার, জুলুম-নির্যাতনের মত অমানবিক আচরণ করতে বিন্দুমাত্র। একথার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেনা যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে বেশী ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আমাদের জুলুম-নির্যাতন সব কিছু দেখছেন। নিঃসন্দেহে নিজের মাতেহাতের (অধীনস্ত) সাথে নম্রতা ও উত্তম আচরণ এবং ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ করার মধ্যে নিরাপত্তা রয়েছে।

লবণ অতিরিক্ত দিয়েছেন

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী খাবারের মধ্যে লবণ অতিরিক্ত দিয়েছে। সে লোকটির রাগ এল। কিন্তু তারপরও এটা ভেবে উক্ত রাগ দমন করে ফেলল যে, আমিও ভুল করি, অপরাধ করি। আজ যদি আমি আমার স্ত্রীর ভুলের কারণে তাকে কঠোরতা দেখিয়ে শাস্তি প্রদান করি তাহলে কখনও যাতে এমন না হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও আমার পাপ ও দোষ ত্রুটির কারণে আমাকেও শাস্তি প্রদান করবেন। তাই এ কথা ভেবে সে তার স্ত্রীর প্রতি সদয় হল। ক্ষমা প্রদর্শন করল। মৃত্যুর পর তাকে কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন! ইহকালে আমার পাপের কারণে শাস্তির উপযুক্ত ছিলাম, তবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন: “আমার বান্দি তরকারীতে লবণ বেশী দিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলে। যাও! আমি ও আজ তার সাথে তোমার ব্যবহারের কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।”

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

রাগ দমন করার ফযীলত

হাদীসে পাকে রয়েছে, “যে ব্যক্তি স্বীয় রাগকে দমন করবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সে ব্যক্তি থেকে তার আযাব কে থামিয়ে দিবেন।” (শুয়ুবুল ঈমান, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা-৩১৫, হাদীস-৩১১)

জবাব দানে শয়তানের আগমন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেউ যদি আমাদের উত্তেজিত করতে চায় অথবা ভালমন্দ বলে এমতাবস্থায় চুপ থাকার মধ্যে আমাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে। যদি শয়তান আপনাকে লাখো কু-মন্ত্রণা দেয় যে, তুমিও তাকে জবাব দাও, না হলে মানুষ তোমাকে কাপুরুশ বলবে। মিয়া! ভদ্রতার যুগ এখন নেই। এভাবে নিশ্চুপ থাকলে তো মানুষ তোমাকে বাঁচতে দিবেনা। আমি একটি হাদিস শরীফ বর্ণনা করছি, তা আপনারা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, তার পর আপনাদের ধারণা হবে যে, কেউ মন্দ বলার সময় চুপ থাকা ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রহমতের কত নিকটে চলে যায়। মসনদে ইমাম আহমদ, এর মধ্যে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী, হযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর ছিদ্দিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে মন্দ বলল। সে যখন অতিরিক্ত মন্দ কথা বলা শুরু করল। তখন তিনি তার কিছু কথার জবাব দিলেন। (অথচ তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর জবাব মন্দ বলা থেকে মুক্ত ছিল কিন্তু) মদীনার তাজেদার, হযুরে আনওয়ার, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেখান থেকে উঠে গেলেন। হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর ছিদ্দিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পিছনে পৌঁছলেন এবং আরজ করলেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

ইয়া রাসুলান্নাহ ﷺ! সে আমাকে মন্দ বলছিল তখন আপনি তশরীফ রেখেছিলেন। যখন আমি তার মন্দ কথার জবাব দিলাম তখন আপনি উঠে চলে আসলেন। তিনি ﷺ ইরশাদ করলেন: “তোমার সাথে ফিরিশতা ছিল যে তার কথার জবাব দিচ্ছিল অতঃপর যখন তুমি নিজেই তার জবাব দেয়া শুরু করলে, তখন শয়তান মধ্যখানে এসে গেল।”

(মসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, খন্ড-৩, পৃ-৪৩৪, হাদীস-৯৬৩০)

যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো আপনাকে কথা বলার কারণে অনেক সময় আফসোস করতে হয়েছে কিন্তু চুপ থাকার কারণে কখনো লজ্জা পেতে হয়নি। তিরমিজি শরীফে রয়েছে, **مَنْ صَمَتَ نَجَا** অর্থাৎ “যে চুপ রইল, সে মুক্তি পেল।” (সুনানে তিরমিযি, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-২২৫, হাদীস-২৫০৯) এ প্রবাদ বাক্যটি প্রসিদ্ধ যে, “এক চুপ, শত সুখ।”

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

সৎ কাজ কর, ভাল ফলাফল পাবে

হযরত শেখ সা'দী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ‘বুস্তানে সা'দী নামক কিতাবে নকল করেন যে, এক সৎ ব্যক্তি তার নিজের শত্রুর আলোচনাও খারাপ ভাবে করত না। যখন কারো কথা আরম্ভ করতেন তখন মুখ দিয়ে ভাল কথাই বের করতেন। মৃত্যুর পর তাকে স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করল, **مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? এই প্রশ্ন শুনে তিনি মুচকি হাসলেন

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরুদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

এবং বুলবুলির মত মিষ্টি স্বরে বললেন, “দুনিয়ার মধ্যে আমার এই চেষ্ठा ছিল যে কারো সম্পর্কে কোন মন্দ কথা যাতে আমার মুখ থেকে বের না হয়। ফলে মুনকার নকীরও আমার থেকে কোনো কঠিন প্রশ্ন করেনি। আর এখানে আমার অবস্থা খুবই কল্যাণকর ও সুখকর।

(বুস্তানে সাদী, পৃষ্ঠা-১৪৪)

নম্রতা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা অবগত হয়েছেন যে, নম্রতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করার কারণে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত এর কি পরিমাণ দয়া হয়ে থাকে। হায়! যদি আমরাও স্বীয় অপমানকারী ও কষ্টদাতাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করতাম। মুসলিম শরীফের মধ্যে রয়েছে, যে বস্তুর মধ্যে নম্রতা রয়েছে। তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়। আর যে বস্তু থেকে (নম্রতাকে) পৃথক করা হয়, তাকে ত্রুটিপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৮, হাদীস-২৫৯৪)

অগ্রীম ক্ষমা প্রদর্শন করার ফযীলত

ইহইয়াউল উলুম কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি দুআ করছিল যে, হে আল্লাহ! আমার কাছে দান সদকা করার জন্য কোন সম্পদ নেই। তবে যে মুসলমান আমাকে অসম্মানী করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম” প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর ওহী আসল “ আমিও ঐ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।” (ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-২১৯)

রাগ দমনকারীর জন্য জান্নাতী হুর

আবু দাউদ শরীফের হাদিসে বর্ণিত আছে, যে রাগকে দমন করল অথচ তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তবারানী)

সকল সৃষ্টিকুলের সামনে ডাকবেন এবং ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দিবেন, (আর বলবেন) যে হুঁর কে চাও নিয়ে নাও।

(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩২৫-৩২৬, হাদীস-৪৭৭৭)

হিসাব-নিকাশ সহজ হওয়ার তিনটি উপায়

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, “তিনটি জিনিস যে ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তার হিসাব-নিকাশ খুবই সহজভাবে গ্রহণ করবেন। এবং তাকে নিজ দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর।

২। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।

৩। যে তোমার প্রতি জুলম করে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

(আল-মুজামুল আওসাত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৮, হাদীস-৫০৬৪)

গালিতে পূর্ণ চিঠির উপর আলা হযরত এর ধৈর্য

হায়! আমাদের মধ্যে যদি এই জযবা (আগ্রহ) সৃষ্টি হয়ে যেত যে, আগ্রহ দ্বারা আমরা নিজের ও নফসের জন্য রাগ করা ছেড়ে দিতাম। যে রকম আমাদের বুয়ুর্গদের رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى জযবা ছিল যে, তাদের উপর কেউ যতই জুলুম করত এ হযরতগণ সে জালিমেরও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন। সুতরাং “হায়াতে আলা হযরত” নামক কিতাবে রয়েছে, আলা হযরত ইমামে আহলে সুননত মাওলানা শাহ আহমদ রেজা খান رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে একবার ডাক যোগে আসা চিঠি পেশ করল। উক্ত চিঠি গালি গালাজে ভরপুর ছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

তাঁর ভক্তরা অসম্ভব হয়ে বলল আমরা ঐ লোকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব। ইমামে আহলে সুন্নত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন, যে লোকেরা প্রশংসা করে চিঠি পত্র প্রেরণ করেছে প্রথমে তাদেরকে বন্টন করে দাও তারপর গালিগালিজ পূর্ণ চিঠি প্রেরণকারীদের জন্য মামলা দায়ের করে দাও।

(হায়াতে আলা হযরত, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৪৩-১৪৪ হতে সংক্ষেপিত)

উদ্দেশ্য হল, যখন প্রশংসা কারীদেরকে পুরস্কার দিবেনা অতঃপর তবে দূর্ণামকারীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে কেন?

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মালিক বিন দিনারের ধৈর্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত

আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى জালিমদের জুলুম ও কাফিরদের নিপীড়নের উপর ধৈর্য ধারণ করতেন। আর কিভাবে তারা রাগকে দমন করতেন তা এ ঘটনা থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। যেমন, হযরত সাযিয়দুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى একটি ঘর ভাড়া নিলেন। উক্ত ঘরের পাশে সংযুক্ত একজন ইহুদীর ঘর ছিল। ঐ ইহুদী হিংসার বশবর্তী হয়ে নালা মাধ্যমে ময়লা পানি ও নাপাক বস্তু তার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى পবিত্র আঙ্গিনায় নিক্ষেপ করত। কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى নিশ্চুপ থাকতেন। পরিশেষে একদিন সে নিজেই এসে আরজ করল, জনাব! আমার নালা দিয়ে আসা নাপাকির কারণে আপনার তো কোন অভিযোগতো নেই? তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى অত্যন্ত নম্র ভাষায় বললেন: নালা থেকে যে ময়লা -আবর্জনা আসে তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইহুদী বলল! আপনার এত কষ্ট হওয়ার পর ও আমার প্রতি রাগ আসে না? তিনি বললেন, রাগ তো আসে তবে তা আমি দমন করে ফেলি। কেননা পবিত্র কোরআনের ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরান, ১৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

কানযুল ঈমান অনুবাদ থেকে :

“রাগ দমন কারীগণ এবং মানুষকে ক্ষমা কারী গণ এবং সৎলোকগণ আল্লাহর মাহবুব বা প্রিয় বান্দা।”

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَٰفِيْنَ عَنِ

النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ

الْبٰحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

(পারা-৪র্থ, সূরা-আলে ইমরান, আয়াত নং-১৩৪)

এ জবাব শুনে ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলেন। (তাযকেরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা-৫১)

নিগাহে ওলী মে ওহ তছীর দেখিহ, বদলতি হাজারো কি তাকদীর দেখিহ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেনতো! নম্রতার কেমন বরকত! নম্রতায় প্রভাবিত হয়ে ঐ ইহুদী মুসলমান হয়ে গেলেন।

নেককার বান্দা পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয়না

আল্লাহ তা’লার নেককার বান্দাদের একটি নিদর্শন হল যে, সে রাগান্বিত হয়ে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়াতো দূরের কথা পিঁপড়াকে পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া থেকে তারা বিরত থাকে। সুতরাং হযরত সাযিয়দুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : “নিশ্চয় সৎবান্দাগণ শান্তিতে থাকবে।”

(পারা-৩০, সূরা মুতাফ্ফিফিন, আয়াত-২২)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন,

الَّذِينَ لَا يُؤْذُونَ الذَّرَّ

অর্থাৎ নেক বান্দা হচ্ছে সে, যে পিঁপড়াকেও কষ্ট দেয়না।

(তফসীরে হাসান বসরী, খন্ড-৫ম, পৃষ্ঠা-২৬৪)

রাগ করা কী হারাম?

সাধারণ মানুষদের মধ্যে একটি ভুল কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, রাগ করা হারাম। রাগ হচ্ছে একটি অনিচ্ছাকৃত বিষয়। যা মানুষের মধ্যে চলে আসে। তাতে তার কোন দোষ নেই। রাগের অযথা ব্যবহার খারাপ। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগ করাও প্রয়োজন। যেমন যুদ্ধের ময়দানে যদি রাগ না আসে, তাহলে আল্লাহ তাআলার দুশমনদের সাথে কিভাবে মোকাবিলা করবে। যা হোক, রাগ আসাটা সম্ভব। কিন্তু রাগের গতিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

যেমন: কেউ দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অসৎ সংস্পর্শে ছিল। রাগের অবস্থা এরূপ ছিল যে, কেউ যদি তার কথার সমর্থনে হয় এঁর পরিবর্তে না বলত তাহলে তার উপরচড়াও হয়ে যেত, গালি-গালাজ আরম্ভ করে দিত।

এমন কি কেউ বেয়াদবী করলে চড় মেরে দিত। মোট কথা কোন কাজ যদি তার স্বভাবের বিপরীত হত, তখন রাগ চলে আসত। ধৈর্য্য ধারণ করার বিপরীতে রাগ প্রয়োগ করত। আর যখন সৌভাগ্যক্রমে সে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হল এবং সুন্নত প্রশিক্ষণের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় সফর করল। তখন এঁর বরকত প্রকাশ পেল রাগের গতি ফিরে গেল। অর্থাৎ আগের মত (দাওয়াতে ইসলামীতে আসার পূর্বের মত) রাগ এখন ও তো বিদ্যমান আছে, কিন্তু সে রাগের গতি এভাবে পাল্টে গেল

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ছাহাবায়ে কিরাম ও আওলিয়া কেলামদের দুশমন দের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কেউ তাকে ভাল মন্দ বলুক না কেন তার রাগ চলে আসে তবে ধৈর্য ধারণ করে অন্যের উপর রাগ প্রয়োগ করার পরিবর্তে নিজ নফসের উপর রাগ করে বলে, হে নফস! তোমাকে আমি গুনাহে লিপ্ত হতে দিবনা। (মোট কথা, রাগ এখন আছে, তবে তার গতি পরিবর্তন হয়েছে যা পরকালের জন্য খুবই লাভজনক।)

অন্তরে ঈমানের নুর পাওয়ার উপায়

হাদিসে পাকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি রাগ প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দমন করল, আল্লাহ তার অন্তর কে ঈমান ও প্রশান্তি দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। (আল জামিউ ছগীর লিসসুযুতী, পৃষ্ঠা-৫৪১, হাদীস-৮৯৯৮)

অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে কোন কষ্ট পাওয়ার দরুন রাগ এসে গেল, ইচ্ছা করলে সে প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সম্ভ্রষ্টি অর্জনের জন্য রাগকে দমন করে নিয়েছে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অন্তরের প্রশান্তি দান করবেন এবং তার অন্তরকে ঈমানের নুর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। অতএব জানা গেল যে, কোন কোন সময় রাগ আসাটা উপকারী যখন সে রাগকে দমন করার সৌভাগ্য নছীব হবে।

রাগের অভ্যাস দূরীভূত করার চারটি ওজীফা

১। যাকে রাগ গুনাহে লিপ্ত করে, তার উচিত প্রত্যেক নামাজের পরে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ২১ বার পড়ে স্বীয় শরীরে ফুক দিবে এবং খানা খাওয়ার সময় তিনবার করে পাঠ করে খাবার ও পানির মধ্যে ও ফুক দিবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

২। চলা-ফেরার সময় কখনো কখনো **يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ** পাঠ করবেন।

৩। চলা-ফেরায় **يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ** পড়তে থাকবেন।

৪। কুরআনুল করীমের ৪র্থ পারার সূরা “আলে ইমরানের” ১৩৪ নং নিম্নোক্ত এ আয়াতাংশ টুকু প্রতিদিন সাত বার পাঠ করবে।

وَالْكُذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

রাগের ১৩ টি চিকিৎসার

যখন রাগ এসে যাবে তখন যেকোন একটি অথবা প্রয়োজনে সকল চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

১। **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করবেন।

২। **وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** পাঠ করবেন।

৩। নিশ্চুপ থাকবেন।

৪। অযু করে নিবেন।

৫। নাকে পানি দিবেন।

৬। দাড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে যাবেন।

৭। বসা অবস্থায় থাকলে শুয়ে যাবেন, মাটিকে জড়িয়ে ধরবেন।

৮। নিজের মুখমন্ডলকে মাটির সাথে লাগিয়ে দিবেন। (অযু থাকলে সিজদা করবেন)। যাতে একথা অনুভব হয় যে, আমি মাটি থেকে সৃষ্টি। এজন্য অন্যের উপর রাগ করা উচিত নয়।

(ইহইয়াউল উলুম, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-১৮৮)

৯। যার উপর রাগ আসবে, তার সামনে থেকে সরে যাবেন।

১০। চিন্তা করুন যে, আমি যদি রাগ করি তাহলে অপরজন ও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

রাগ করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। আর শত্রুকে কখনো দুর্বল মনে করা উচিত নয়।

১১। যদি রাগের কারণে কাউকে ধমক ইত্যাদি মন্দ কথা বলে থাকেন, তাহলে বিশেষ গুরুত্বের সাথে সবার সামনে হাত জোড় করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবেন। এর দ্বারা নফস অপমানিত হবে এবং ভবিষ্যতে রাগ প্রয়োগের সময় স্বীয় অপমানের কথা স্মরণ হবে। আশা করা যায় এভাবে রাগ থেকে মুক্তি লাভ করবেন।

১২। চিন্তা করুন! আজ মানুষের সামান্য ভুলের কারণে আমার রাগ এসে যায় আর আমি তাকে ক্ষমা করতেও প্রস্তুত নয়, অথচ আমার অসংখ্য ভুলভ্রান্তি রয়েছে যদি আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে এখন আমার কি অবস্থা হবে?

১৩। কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে বা ভুল করে এবং তার উপর নফসের কারণে যদি রাগ এসে যায়, এমতাবস্থায় তাকে মারফ করে দেওয়া সাওয়াব কাজ। সুতরাং রাগ আসার সময় এ মনমানসিকতা তৈরী করুন যে, কেনই বা আমি ক্ষমা করে সাওয়াবের অধিকারী হবনা? আর সেটা কেমন জবরদস্ত সাওয়াব যে, “কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে যার প্রতিদান রয়েছে, সে দাঁড়িয়ে যাও, এ ঘোষণার পর ঐ সকল লোকেরা দাঁড়িয়ে যাবে যারা ক্ষমা প্রদর্শনকারী।”

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** উর্দু ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُنَّةِ الْبَرِّ

كُرْ'আন ও সুনাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুনাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মদীনা** জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুনতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুনাত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিকরে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন'আমাতের** রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিহাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **ان شاء الله عزوجل** এর বরকতে ঈমানের হিফায়ত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুনতে অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" **ان شاء الله عزوجل**।

নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন'আমাতের** উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। **ان شاء الله عزوجل**।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net